

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)  
ময়মনসিংহ

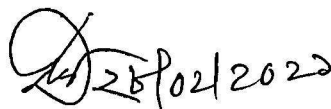
২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উত্তম চর্চার শিরোনাম: দাপ্তরিক কাজে ইউনিকোড ফন্টের ব্যবহার

**উত্তম চর্চার বিবরণ :**

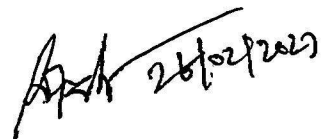
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ-এর উত্তম চর্চার অংশ হিসেবে নেপ- এর কর্মকর্তাগণের জন্য বাংলা ভাষায় তথ্য ব্যবস্থাপনার ও আন্তর্জাতিকভাবে পঠনও সংরক্ষণ যোগ্য এবং ওয়েবভিত্তিক বাংলা তথ্য ডকুমেন্ট ও প্রকাশনা ইত্যাদির যথাযথ প্রয়োগ ও অনুশীলন দক্ষতা উন্নয়নে নেপ এর সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সরকার নির্দেশিত ইউনিকোডেড বাংলা সফটওয়্যার ও বাংলা ফন্ট (Nikosh Ban, Nikosh, Vrinda etc) ব্যবহার করে বাংলা তথ্য ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। ফলে নেপ এর দাপ্তরিক, একাডেমিক ও গবেষণা সংশ্লিষ্ট দলিধ-দস্তাবেজসমূহ সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। ইতোমধ্যেই উদ্যোগটি বেশ সাড়া জাগিয়েছে নেপ-এর কর্মকর্তাগণের মাঝে। বাংলা ইউনিকোড ফন্ট ব্যবহারে অনেকেরই প্রত্যাশিত পর্যায়ে দক্ষতা ছিল না। অনেকের মাঝে বেশ জড়তা কাজ করতো। প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নেপ-এ প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা দুই-ই পরিচালনা করতে হয়। যেহেতু ইউনিকোড ফন্টের ব্যবহার একটি টেকনিক্যাল দক্ষতা এবং যারা তেমন দক্ষ নন তাঁদের উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না তাই অনেক সহকর্মীদের কাছে এটি একটি বিবর্তকর বিষয় ছিল। সকলকে বাংলা তথ্য উন্নয়নের জন্য কম্পিউটার অপারেটর বা যারা ব্যবহারে দক্ষ তাদের উপর নির্ভর করতে হতো। বিষয়টি নেপ এর বর্তমান মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব) মহোদয়ের দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি একদিন একাডেমিক কাউন্সিল সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, অনুষদসদস্যদের বাংলা ভাষায় তথ্য ব্যবস্থাপনায় আবশ্যিকভাবে বাংলা ইউনিকোডেড ফন্ট ব্যবহার করার দক্ষতা অর্জন করতে হবে। সে মোতাবেক তিনি সকলকে নির্দেশ প্রদান করেন যেন সপ্তাহের প্রতি বুধবারে নেপ-এর আইসিটি ল্যাব এ বিষয়ের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য অধিবেশন পরিচালিত হবে এবং সেখানে সকাল ১১:০০ থেকে দুপুর ১:০০ টা পর্যন্ত অধিবেশনটি চলবে। তিনি মাঝে মাঝে অধিবেশনে যোগ দেবেন এবং অগ্রগতি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সাপোর্ট প্রদান করবেন। যেহেতু নিজেদের মধ্যেই প্রশিক্ষক রয়েছেন এবং নিজস্ব ভৌত অবকাঠামো এবং সামগ্রী রয়েছে তাই এ কাজে অতিরিক্ত ব্যয়বাবদ কোন অর্থ বরাদ্দ দিতে হয় না। উপরন্তু এই চর্চাটি পরিচালনার ফলে অনুষদ সদস্যদের মাঝে ইউনিকোডেড বাংলা ফন্ট ব্যবহারের মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন তাদের মধ্যে তেমন ভিত্তি পরিলক্ষিত হয় না। বর্তমানে তারা সমান হারে বাংলা ও ইংরেজি ফন্ট ব্যবহার করে ডকুমেন্টেশন করতে পারেন। এই উদ্যোগটি একটি ক্ষুদ্র উদ্যোগ হলেও নেপ এর জনবলের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

**উত্তম চর্চার মাধ্যমে কোন সমস্যার সমাধান হয়েছে:**

- আমরা জানি এখনো আমাদের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বিশেষ করে সরকারি চাকুরীজীবীদের মধ্যে ইউনিকোডেড বাংলা ফন্ট চর্চার ঘাটতি রয়েছে।
- গ্লোবলাইজেশনের যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের সাথে কাজ তথ্য যোগাযোগ রক্ষা করা যাচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরে সরকারি তথ্য আদান-প্রদানে ভূমিকা রাখা যাচ্ছে।
- জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এর প্রকাশযোগ্য তথ্যসমূহ ওয়েব সাইটে সরাসরি বাংলায় প্রকাশ করা যাচ্ছে সহজেই।
- ইউনিকোডেড বাংলা ফন্ট ব্যবহার সংক্রান্ত সরকারের নির্দেশনা পালন করা সহজ হচ্ছে।



(দিপীপ কুমার সরকার)  
কম্পিউটার শেখাঘর  
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)  
ময়মনসিংহ।

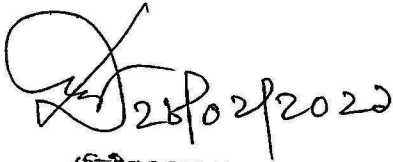


কীভাবে সমস্যার সমাধান হয়েছে:

সমস্যাটি প্রথমবারের মতো চিহ্নিত করেছেন নেপ-এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব)। তিনি নেপ এর আইসিটি সেলকে নির্দেশনা প্রদান করেন ইউনিকোডেড বাংলা ফন্ট ব্যবহারের দুর্বলতা থেকে উত্তরণের উপায় বের করার জন্য। আইসিটি সেল তখন বর্তমানে পরিচালিত কৌশলটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। নিয়মিতভাবে ইউনিকোডেড বাংলা ফন্ট এর ব্যবহার চর্চার অধিবেশনে অংশগ্রহণ করে এবং প্রশিক্ষকদের আধুনিক এবং কার্যকর পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে প্রশিক্ষণার্থীগণ সহজেই ব্যক্তিগত এবং দলে বা জোড়ায় প্রাকটিস করার মাধ্যমে অভ্যস্ত নিরাপদ এবং নিঃসংকুচ পরিবেশে ইউনিকোডেড বাংলা ফন্ট ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করছেন। এটা অবশ্যই নেপ এর জন্য একটি সফল উদ্যোগ এবং একটি কর্মীবান্ধব উত্তম চর্চা।

ফলাফল

উত্তম চর্চাটি বাস্তবায়নের ফলে নেপ-এর অনুষদসদস্যদের মাঝে এখন ইউনিকোডেড বাংলা ফন্ট ব্যবহারের ভিত্তি অনুপস্থিত, তারা এখন সাবলীলভাবে ইউনিকোডেড বাংলা ফন্ট ব্যবহার করে বাংলা ডকুমেন্টেশনের কৌশল জানেন এবং তা প্রয়োগও করেন।



(দিলীপ কুমার সরকার)  
কম্পিউটার শোমামার  
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)  
ময়মনসিংহ।

